Total No. of printed pages = 6

4 (Sem-3) F BEN-II

2019

BENGALI

(Functional MIL-II)

Paper : 3.2

Full Marks – 80

Pass Marks – 24

Time – Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ১×১০=১০

(ক) কোন্ সালে 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়?

(খ) 'তোমার আবির্ভাবই তোমার ——। (শূন্যস্থান পূর্ণ করো।)

(গ) বাংলা প্রতিশব্দ লেখো ঃ Lien.

[Turn over

(ঘ) 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধটি প্রথম কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ?

(ঙ) 'মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়।' কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত?

(চ) 'ইংরেজের সাহিত্যে শরৎ —— ' (শূন্যস্থান পূর্ণ করো।)

(ছ) 'যাহা সহজেই মিষ্ট তাহাতে অতি শীঘ্র মনের —— আনে, বেশীক্ষণ মনোযোগ থাকে না।' (শূন্যস্থান পূর্ণ করো।)

(জ) বাংলা প্রতিশব্দ লেখো ঃ Audit.

(ঝ) 'যে —— এমন অসম্ভব প্রত্যাশা করে তাহা পূজনীয় কিন্তু পালনীয় নহে।' (শূন্যস্থান পূর্ণ করো।)

(ঞ) 'এক প্রকারের মিষ্টতা আছে, তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট।'— কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ২×৫=১০

(ক) কিসের পরিচয় পেলে মানুষ 'প্রকৃতের পরিচয় পাইলাম' বলে খুশী হয়ে ওঠে?

(খ) টীকা লেখ—কুমারসম্ভব।

(গ) 'Subsidy' শব্দটির দুটি বাংলা প্রতিশব্দ লেখো।

(ঘ) বিদ্বেষমূলক নিন্দা কি ?

(ঙ) রবীন্দ্রনাথ 'শরৎ'-কে কেন শিশু বলেছেন ?

৩। পত্র লেখো (যে কোন দুটি) ঃ ৫×২=১০

(ক) তোমার বিদেশী দ্রব্য আমদানির ব্যবসায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এবার আমদানির সময় কিছু দ্রব্য পথে নষ্ট হয়ে গেছে। উপযুক্ত খেসারত চেয়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে একখানি পত্র লেখো।

(খ) তোমার প্রতিষ্ঠান যে পণ্য উৎপাদন করে তা ক্রয় করতে বাংলাদেশের কোনও প্রতিষ্ঠান ইচ্ছুক। তোমার সম্মতি ও শর্তাদি জানিয়ে পত্র লেখো।

(গ) তোমার একটি বাঁশ বেতের ক্ষুদ্র উদ্যোগ রয়েছে, যার সম্প্রসারণের জন্য ঋণ প্রার্থনা করে তোমার ব্যাঙ্কের শাখা কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র লেখো।

৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো (যে কোন দুটি) ঃ ৫×২=১০

(ক) 'আশা করি শনিগ্রহের অধিবাসীদেরও এমন দশা নয়।'

(খ) 'বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিসের মূল্য নামাইয়া দেয়।'

(গ) 'যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।'

৫। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। (যে কোন দুটি) ঃ

১০×২=২০

(ক) "'পরনিন্দা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লোকসমাজে নিন্দার প্রয়োজনীয়তা যেমন স্বীকার করেছেন, তেমনি মানুষের স্বভাবধর্মেরও নিগূঢ় দিকটি উদ্‌ঘাটন করেছেন।"— আলোচনা করো।

(খ) "রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বাংলা আত্মভাবনিষ্ঠ অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এক অভিনব ও অবিস্মরণীয় সংযোজন।"— উক্তিটির পক্ষে বা বিপক্ষে তোমার অভিমত তুলে ধরো।

(গ) "কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থা বিশেষে সময় বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে।"— "কেকাধ্বনি" প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা করো।

(ঘ) 'শরৎ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শরতের একটি প্রাণ ও একটি ভাবের দিক দেখিয়েছেন, সেই প্রাণ ও ভাব কি তা রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ' প্রবন্ধ অনুসরণে বুঝিয়ে দাও।

৬। নিম্নলিখিত বাণিজ্যিক শব্দাবলীর পারিভাষিক বাংলা প্রতিশব্দ লেখো। (যে কোন দশটি) ঃ ১×১০=১০

Provident Fund, Royalty, Rebate, Agenda, Balance Sheet, Annual Return, Working Capital, Stock Exchange, Gratuity, Quorum, Agreement, Demand Draft, Power of Attorney, Copyright, Affidavit.

৭। সারাংশ লেখো (যে কোন একটি) ঃ ১০×১=১০

(ক) "বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেটা বিনা কাজের। সেটা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের বিপরীত। সেখানে যে-সমস্ত কাণ্ড ঘটে সে একেবারে বেহিসাবি। সরকারি হিসাব-পরিদর্শক হতাশ হইয়া সেখানকার খাতা-পত্র পরীক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। মনে করো, খামকা এত বড় আকাশটার আগাগোড়া নীল তুলি বুলাইবার কোনো দরকার ছিল না ; এই শব্দহীন শূন্যটাকে বর্ণহীন করিয়া রাখিলে সে তো কোনো নালিশ চালাইত না। তাহার পরে, অরণ্যে প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ ফুল একবেলা ফুটিয়া আর -একবেলা ঝরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বোঁটা হইতে পাতার ডগা পর্যন্ত এত-যে কারিগরি সেই অজস্র অপব্যয়ের জন্য কাহারো কাছে কি কোনো জবাবদিহি নাই। আমাদের শক্তির পক্ষে এ-সমস্তই ছেলেখেলা, কোনো ব্যবহারে লাগে না ; আমাদের বুদ্ধির পক্ষে এ সমস্তই মায়া, ইহার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নাই।"

(খ) "প্রাণের একটি রঙ আছে। তা ইন্দ্রধনুর গাঁঠ হইতে চুরি-করা লাল নীল সবুজ হলদে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রঙ নয়; তা কোমলতার রঙ। সেই রঙ দেখিতে পাই ঘাসের পাতায়, আর দেখি মানুষের গায়ে। জন্তুর কঠিন চর্মের উপরে সেই প্রাণের রঙ ভালো করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই, সেই লজ্জায় প্রকৃতি তাকে রঙ-বেরঙের লোমের ঢাকা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মানুষের গাটিকে প্রকৃতি অনাবৃত করিয়া চুম্বন করিতেছে।

যাকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেইজন্য কোমল। প্রাণ জিনিসটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনা যেই শেষ হইয়া যায় অর্থাৎ যখন, যা আছে কেবলমাত্র তাই আছে, তার চেয়ে আরো কিছুর আভাস নাই, তখন মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইয়া ওঠে; তখন লাল নীল সকল রকম রঙই থাকিতে পারে, কেবল প্রাণের রঙ থাকে না।